রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে আষাঢ়, ১৪০৪ বাং/১৩ই জুলাই ১৯৯৭ ইং

এস, আর, ও নং ১৭৬—আইন/শ্রজম/শা-১/রায়১/৯৭—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	১১/৮৭
২।	অভিযোগ মামলা নম্বর	৮২/৯৪
৩।	অভিযোগ কেস নম্বর	৩১/৯৪

মূল্য ঃ টাকা ১৫.০০

১	২	৩
৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	২৭/৯৫
৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	২৬/৯৫
৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	২৫/৯৫
৭।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২১১/৯৫
৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	২৯/৯৫
৯।	অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর	৮১/৯৫
১০।	অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর	৯১/৯৫
১১।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	৩২/৯৫
১২।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২০২/৯৫
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১১/৯৬
১৪।	ফৌজদারী কেস নম্বর	৫/৯৬
১৫।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	৬/৯৬
১৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	১০/৯৬
১৭।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	৩৬/৯৬
১৮।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	১৫/৯৬
১৯।	ফৌজদারী মামলা নম্বর	২৩/৯৬
২০।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	৮০/৯৬
২১।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	৬৮/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ১১/৮৭

আব্দুল কাশেম, মোল্লার মেচ,
৮৪ নং, নূতন আলী বহর,
শ্যামপুর, পোঃ ফরিদাবাদ,
ঢাকা-৪—বাদী।

বনাম

মিঃ হাজী ইসহাক,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আল-আমিন রি-রোলিং মিলস লিঃ,
পোস্তগোলা, থানা ডেমরা,
ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬৫, তারিখ : ৩০-৪-৯৭।

মামলাটি স্বাক্ষী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ৮-৪-৯৭ ইং তারিখ বাদী মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী হাজী ইসহাককে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন-নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮২/৯৪

বেবী, কার্ড নং ২০৯,
পিতা নূরুল ইসলাম,
স্থায়ী ঠিকানা ১৬৬/১১, নূতন পাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা-ব্যবস্থাপক,
কে, কে, কে, গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
কে, কে, কে, গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৬, তারিখ ৩০-৪-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ১০-৩-৯৭, ১৩-৪-৯৭ ও ২৭-৪-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ কেস নং ৩১/৯৪

গুল মোহাম্মদ মিয়া,
প্রযত্নে আনোয়ারুল উল্লাহ, টেকনিশিয়ান,
তিতাস গ্যাস অফিস, ঘোড়াশাল সার কারখানা,
নরসিংদী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মেসার্স তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
ঢাকা।

(২) ম্যানেজার (সংস্থাপন),
মেসার্স তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ,
১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
ঢাকা।

(৩) সেক্টর ইনচার্জ,
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ,
শাহজী বাজার,
হরিগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহামেদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ : ২৮-৪-৯৭ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে ৯-৮-৭৭ ইং তারিখে ফিটার পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তাহার পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি সিনিয়র টেকনিশিয়ান এর পদ লাভ করেন। তিনি তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ১১৯৩) এর সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সনে তিনি যথাক্রমে সহকারী অর্থ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কার্যকলাপের দরুন কর্তৃপক্ষ তাহাকে সুনজরে দেখিত না। কাজেই, কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৬-২-৯২ ইং তারিখে সংঘটিত একটি মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করিয়া ২০-১২-৯৩ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি যথাবথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২৭-১২-৯৩ ইং তারিখে উহার জবাব প্রেরণ করেন।পক্ষান্তরে ১৫-১-৯৪ ইং তারিখ তাহার জবাব না পাওয়ার বিবৃতিতে পুনরায় তাহাকে জবাব দিতে বলা হয়। ইহার প্রেক্ষিতে তিনি ২২-১-৯৪ ইং তারিখে পুনরায় জবাব দাখিল করেন। ২-২-৯৪ ইং তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ১৫-২-৯৪ ইং তারিখে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে

তাহার ৮-২-৯৪ ইং তারিখের পত্রের বিষয়ে তাগিদ পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ কোন পত্রের বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। যাহা হউক তদন্তকারী কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক তিনি ২২-২-৯৪ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইবার জন্য শাহজী বাজার হইতে ঢাকার পথে রওনা দিলে শাহজী বাজার গ্যাস ফিল্ড ব্রিজের নিকট কতিপয় দুস্কৃতিকারীর নিকট বাধা প্রাপ্ত হন। তিনি ২৭-২-৯৪ ইং তারিখে একটি বিশেষ দূত যোগে ঘটনার বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন এবং তদন্ত স্থান শাহজী বাজারে স্থানান্তরের আবেদন জানান। অতঃপর তিনি ৬-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে ২৬-৩-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে থাকেন। ২৬-৩-৯৪ ইং তারিখে তিনি চাকুরীতে যোগদান করিয়া তদন্ত কর্মকর্তার ৮-৩-৯৪ ইং তারিখের পত্র প্রাপ্ত হন যাহাতে তাহাকে ১৬-৩-৯৪ ইং তারিখের অনুষ্ঠিতব্য তদন্তে অংশগ্রহণ করার জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি ৬-৪-৯৪ ইং তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তার সহিত দেখা করিতে ঢাকায় আসিলে ৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সম্মুখে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক তাহাকে বাধা গ্রস্ত করা হয়। ফলতঃ তিনি ঐ দিন তদন্তকারী কর্মকর্তার সহিত দেখা করিতে ব্যর্থ হন এবং পরের দিন তিনি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে সকল ঘটনা জানাইয়া তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করেন এবং তদন্ত স্থান জয়দেবপুর অথবা তাহার কর্মস্থল শাহজী বাজার (হবিগঞ্জ) নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ রাখেন। তিনি এতদ বিষয়ে উক্ত পত্রের অনুলিপি অন্যান্য কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করেন এবং ঘটনা সম্পর্কে মতিঝিল থানায় একটি জি, ডি রেকর্ড ভুক্ত করেন। তিনি তাহার ৭-৪-৯৪ ইং তারিখের পত্রের কোন জবাব পান নাই। পক্ষান্তরে ৯-৪-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত তাহার ৫-৪-৯৪ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮-৪-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) এর নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। ইহার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার ৪-৫-৯৪ ইং তারিখের পত্র মূলে তাহার অনুযোগ পত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক তাহার অতীত চাকুরীর খতিয়ান বিবেচনা না করিয়া বা তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দেওয়ায় তাহার তর্কিত বরখাস্ত আদেশ ন্যায়ানুগ নহে। এবং উহা আইন পরিপন্থী ও বেআইনী বিধায় উহা তাহার উপর বাধ্যকর নহে। কাজেই, তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশ বাতিল চাহিয়া বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদনে এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরে লিখিত জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। লিখিত জবাবে এই মর্মে বক্তব্য রাখা হইয়াছে যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং ইহার কোন কজ অব এ্যাকশন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত মোকদ্দমা এই যে, ২০-১২-৯৩ ইং তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব না পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৫-১-৯৪ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ বরাবরে একটি তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। অতঃপর ২-২-৯৪ ইং তারিখে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ৮-২-৯৪ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে ১৪-২-৯৪ ইং তারিখে তাহার সম্মুখে তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তিনি উক্ত তদন্তে অনুপস্থিত থাকেন। ইহার প্রেক্ষিতে ২২-২-৯৪ ইং তারিখে পুনরায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাকে ১৫-২-৯৪ ইং তারিখে তাহার সম্মুখে তদন্ত উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ ইহার কোন তোয়াক্কা না করিয়া তদন্তে অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু তাহাকে সকল প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে অনুপস্থিত থাকেন। কাজেই, যথার্থভাবেই তাহার বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হইয়াছে বিধায় তাহার এই মোকদ্দমাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) ৫-৪-৯৪ ইং তারিখের তর্কিত বরখাস্ত আদেশ যথার্থ হইয়াছে কি না?

(৩) প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিতব্য তদন্ত আইনসংগতভাবে হইয়াছে কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এই প্রসংগে তাহার ৩-৯-৭৭ ইং তারিখের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-৩ এবং অন্যান্য কাগজাদি প্রদর্শনী-২ ও ৩ সিরিজ দ্বারা ইহা সমর্থিত। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-৩ ও ৪ দ্বারা ইহা সমর্থিত যে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নের সহকারী অর্থ সম্পাদক ছিলেন। প্রদর্শনী-৪ বা প্রদর্শনী-ক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৬-২-৯২ ইং তারিখে ঘনীভূত তৈল ঘাটতি সম্পর্কিত গড় মিলের ঘটনায় প্রথম পক্ষকে জড়িত উল্লেখে তাহাকে ২০-১২-৯৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) কর্তৃক শাহজী বাজার ঠিকানায় ৪ (চার) দিনের মধ্যে জবাব দাখিলের নিমিত্ত (ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) কর্তৃক) কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। প্রদর্শনী-৫ বা প্রদর্শনী-খ মূলে পুনরায় ২২-১-৯৪ ই- তারিখের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য প্রথম পক্ষ বরাবরে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রদর্শনী-৬ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৭-১২-৯৩ ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) বরাবরে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করা হইয়াছে। অপরদিকে ২-২-৯৪ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৭ বা প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ দানিয়েল হালদারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য যে, প্রদর্শনী-৭ বা গতে ইহা উল্লেখিত হয় নাই যে, প্রথম পক্ষের জবাব উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী উক্ত জবাব তদন্ত কার্যক্রমের সহিত অত্র আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। প্রদর্শনী-খ হইতে দেখা যায় যে, ডি, ডব্লিউ-১ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত কমিটির সম্মুখে ১০-২-৯৪ ইং তারিখে তদন্তে হাজির হওয়ার নিমিত্ত ৮-২-৯৪ ইং তারিখে নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখিত হয় যে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য তদন্তে হাজিরা হইবার নিমিত্ত প্রথম পক্ষকে যাতায়াতের জন্য কোন ভাতা দেওয়া হইবে না। প্রদর্শনী-৮ বা প্রদর্শনী-ঙ মূলে তদন্তের দিন ২২-২-৯৪ ইং তারিখ ধার্য করিয়া প্রথম পক্ষের বরাবরে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত পত্রেও তাহাকে তদন্তে উপস্থিতির নিমিত্ত কোন যাতায়াত ভাতা দেওয়া হইবে না বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর প্রদর্শনী-১২ হইতে দেখা যায় যে ১৬-৩-৯৪ ইং তারিখ তদন্তের তারিখ

ধার্যে ৮-৩-৯৪ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ বরাবর শেষ তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত তাগিদ পত্রেও প্রথম পক্ষের যাতায়াতের নিমিত্ত কোন ব্যয়ভার বহন করা হইবে না বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ নিরাপত্তার কারণে যে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য তদন্তে হাজির হইতে পারিতেছে না উহা জানাইয়া ২৭-২-৯৪ ইং তারিখের একটি পত্র দ্বারা তদন্তকারী কর্মকর্তা ডি, ডব্লিউ-১কে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জানাইয়া দেওয়া হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক উক্ত পত্রে প্রদর্শনী-৯তে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর যে তাহার তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী-৯(১) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত পত্র মোতাবেক প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার নিরাপত্তা জনিত কারণে তদন্ত স্থল ঢাকা হইতে শাহাজী বাজার করার আবেদন রাখা হইয়াছিল। প্রদর্শনী-১০ ও ১১ মতে প্রথম পক্ষ ৬-৩-৯৪ ইং তারিখ হইতে ২৬-৩-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত স্বীকৃতমতে ছুটিতে ছিলেন। এই প্রসংগে ডি, ডব্লিউ-১ তদন্তকারী কর্মকর্তা দানিয়েল হালদার কর্তৃক তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে এই মর্মে স্বাক্ষী দিয়াছেন যে, ছুটিতে থাকার কারণে প্রথম পক্ষ তাহার সম্মুখে ১৬-৩-৯৪ ইং তারিখে তদন্তে হাজির হইতে পারেন নাই। অপরদিকে তদন্ত কার্য বিবরণী ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-চ হইতে দেখা যায় যে, তদন্তে গৃহীত স্বাক্ষী আবদুল হামিদ মিয়া, মোঃ ইউসুফ ও মোঃ সাইফুল আলম কর্তৃক কেহই প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেয় নাই যাহা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হইয়াছে। বরং তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত স্বাক্ষীদের বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষের সহিত নিরাপত্তা প্রহরীর বেষারেষি ও অসাবধানতার কারণেই ১৬-২-৯২ ইং তারিখের ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও তদন্তে ইহা উল্লেখিত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক তদন্তে অনুপস্থিতির কারণে তাহাকে একতরফাভাবে দোষী সাব্যস্ত করার অবকাশ থাকিয়া যায় মর্মে তদন্তে ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রসংগে ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, বার বার তাহার চিঠির প্রেক্ষিতে তদন্তে হাজির না হওয়ায় তাহার ধারণা হয় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য এবং তাহার ধারণার সমর্থনে স্বাক্ষীদের বা কোন কাগজাদি ছিল না ইহা ঠিক।

উপরোক্ত স্বাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রথম পক্ষ যখন ছুটিতে ছিলেন সেই সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের ধার্যকৃত তারিখ পরিবর্তন না করিয়া তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন দেখাইয়া প্রতিবেদন দাখিল করায় উহার দ্বারা প্রথম পক্ষকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রথম পক্ষ যখন বার বার তাহার জীবনের নিরাপত্তার কারণে তদন্ত স্থল ঢাকার পরিবর্তে প্রথম পক্ষের কর্মস্থল শাহজীবাজারে করার আবেদন জানানো হয় এবং উক্ত আবেদন উপেক্ষিত হওয়ায় প্রথম পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ তদন্তকারী কর্মকর্তার নোটিশ মোতাবেক ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য তদন্তে প্রথম পক্ষকে তদন্তে হাজির হইবার জন্য কোন যাতায়াত ভাতা না দেওয়ার শর্তটিও প্রকারান্তরে প্রথম পক্ষের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি ও ব্যয় সাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। একটি বৃহৎ

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তদন্তে হাজির হওয়ার নিমিত্ত অভিযুক্তকে যাতায়াত ভাতা না দেওয়ার বিষয়টি প্রকারান্তরে অভিযুক্তের প্রতি এক ধরণের শাস্তি আরোপের সামিল। কাজেই, সেই দিক দিয়াও দেখা যায় যে, তদন্ত কর্মটি একটি বিশেষভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারন স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়ন ভুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন।

তৃতীয়তঃ যে নিরাপত্তা প্রহরীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৬-২-৯২ ইং তারিখে ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকালে পরীক্ষা করা হয় নাই। কাজেই, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত কর্মটি পারভাস, সাক্ষ্য বিবর্জিত এবং অনুমান ভিত্তিক এবং এইরূপ তদন্তের ভিত্তিতে প্রদর্শনী-১৬ মোতাবেক ৫-৪-৯৪ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ মোতাবেক প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারও কোন ভিত্তি নাই। ফলতঃ উহা আইনের দৃষ্টিতে অচল।

প্রথম পক্ষ পি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে, প্রদর্শনী-১৭ মোতাবেক অনুযোগ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। প্রদর্শনী-১৮ সিরিজ উহার পোষ্টাল রশিদ। প্রদর্শনী-১৯ মূলে উক্ত অনুযোগ পত্র প্রাপ্তির বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষের অনুযোগ পত্র তৎকর্তৃক প্রত্যাখাত হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় সকল স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য বিবেচনা এবং উপরে বর্ণিত সর্বদিকে বিবেচনায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষকে তাহার চাকুরী হইতে একটি অনুমান ভিত্তিক তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বরখাস্ত করায় উহা যথার্থ নহে এবং উহা বাতিল যোগ্য এবং প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালেরযোগ্য। ইহা ব্যতিরেকে অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষের ৫-৪-৯৪ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ রদ, ও রহিত করা হইল এবং তাহাকে তাহার পূর্ণ বেতন ভাতাদিসহ তাহার স্বপদে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পুনর্বহালের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২৭/১৯৯৫

মগবুল হোসেন মাষ্টার,
৩৯/৩, মানিক নগর,
ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) করিম মিয়া,
মালিক, মদিনা গার্মেন্টস,
৫/৩২/এ, টেকের হাট,
প্রযত্নে বাবুল মিয়ার বাড়ী,
থানা কোতয়ালী, ঢাকা।

(২) জয়নাল মিয়া,
ম্যানেজার,
মদিনা গার্মেন্টস,
৫/৩২/এ, টেকের হাট,
প্রযত্নে বাবুল মিয়ার বাড়ী,
থানা কোতয়ালী, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত : মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
রায়ের তারিখ : ২৭-০৪-৯৭ ইং।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারী কর্তৃক তাঁহার পাওনা সর্বমোট ৩০,৭৫৮ টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণকে আদেশ দানের জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ১৭-৩-৯৩ ইং তারিখে কাটিং মাষ্টার হিসাবে প্রতিপক্ষগণের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় নাই এবং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে হিসাবের খাতা দিয়া বলা হয় যে উহাই তাহার নিয়োগ পত্র হিসাবে গণ্য হইবে। তাহার নিয়োগের আরও শর্ত ছিল যে, তিনি চাকুরী ছাড়িয়া গেলে ৬,০০০ টাকা এবং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইলে তিনি ৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন। তিনি প্রতিপক্ষগণের অধীনে পুরণ ভিত্তিক শ্রমিক ছিলেন। প্রতি পিস কজের জন্য তিনি ২ টাকা হিসাবে মজুরী পাইতেন। ১৭-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে ২১-৮-৯৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য তিনি ২১,০০০ পিস কাপড় কাটিয়াছেন এবং সেই হিসাবে তিনি প্রতিপক্ষগণের নিকট ৪২,০০০ টাকার কাজ করেন। তন্মধ্যে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে বিভিন্ন তারিখে ১৬,৭৭২ টাকা প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষগণ তাহার নিকট হইতে কাপড় ও পাঞ্জাবী বাবদ ৪৭০ টাকা কর্তন করিয়া রাখেন। এইভাবে প্রতিপক্ষগণের নিকট তাহার পাওনা ৪২,০০০ টাকার মধ্যে ১৭,২৪২ টাকা আদায় হইলেও প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক বাকী ২৪,৭৫৮ টাকা পরিশোধ করা হয় নাই যাহা কাজের লেনদেনের রেজিষ্টারে রহিয়াছে। ২১-৮-৯৪ ইং তারিখ প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে লেনদেনের রেজিষ্টারে দস্তখত দেওয়ার জন্য বলা হয় এবং দস্তখত দিলে তাহার বাকী পাওনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে

মর্মে অংগীকার করা হয়। দরখাস্তকারী কর্তৃক সরল বিশ্বাসে রেজিষ্ট্রারে দস্তখত দেওয়া হইলে তাহাকে কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলা হয় এবং আর কোন দিন যেন সে কোন পাওনার দাবী নিয়া না যায় এবং তাহাকে কাজ হইতে বাদ দেওয়া হয় মর্মেও জানাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ২০-৬-৯৪ ইং তারিখে তাহার পাওনা বাবদ ২৪,৭৫৮ টাকা, ঈদের বোনাস বাবদ ৩,০০০ টাকা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,০০০ টাকা, সর্বমোট ৩০,৭৫৮ টাকা পাওনা পরিশোধের জন্য কারখানার মালিকের নিকট একটি পত্র দেন। এবং ম্যানেজারের নিকট একটি অনুলিপি দেন। ১-৭-৯৫ ইং তারিখে এক সালিশ হয়। সালিশীতে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক রেজিষ্ট্রারের হিসাব দেখাইতে অনইচ্ছুক হওয়ায় সালিশ ব্যর্থ হয়। দরখাস্তকারী ২১-৮-৯৪ ইং তারিখে পাওনার হিসাব প্রদান করতঃ বকেয়া মজুরী চাওয়ায় প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া বাহির করিয়া দেওয়ায় এবং তাহার পাওনা টাকা অতি সত্বর প্রদান করা হইবে বলিয়া তাহাকে ১ নম্বর প্রতিপক্ষ কর্তৃক আশ্বাস প্রদান করায় এবং টাকা আজ দিব কাল দিব বলিয়া সময় ক্ষেপন করিয়া ঘুরাইতে থাকায় দরখাস্তকারী কর্তৃক মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব হয়।

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের ভিত্তিতে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। লিখিত জবাবে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষগণের অধীনে কর্মচারী বা শ্রমিক নহে। তিনি সাপ্তাহিক বা মাসিক মজুরীর ভিত্তিতে চাকুরী করিতেন না বা তিনি মাসিক ভিত্তিতে কোন বেতন পাইতেন না। দরখাস্তকারী তাহাদের অধীনে বিভিন্ন রেটে পিছ হিসাবে ১-৫০ টাকা রেট-এ শার্ট ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি মাসে ৪/৫ দিন করিয়া ২/৩ ঘণ্টা করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং কাজের যাহা বিল হইত উহা হিসাব করিয়া নিয়া নিতেন। তিনি তাহাদের অধীনে এক টানা কাজ করেন নাই। তাহার কাজের সম্পূর্ণ মূল্য/মজুরী বিগত ২-৬-৯৪ ইং তারিখে গ্রহণ করেন বিধায় তাহার কোন পাওনা নাই। তাহার দাবী মিথ্যা, অযৌক্তিক ও আইন বহির্ভূত যাহা আইনতঃ রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষগণের সুনির্দিষ্ট আরোও মোকদ্দমায় এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা স্থানীয় ভাবে কাপড় ক্রয় করিয়া বিভিন্ন সাইজে শার্ট, পাঞ্জাবী তৈরী করিয়া ফুটপাতে হকার ও হকার মার্কেটে ডজন হিসাবে বিক্রয় করিয়া জীবীকা নির্বাহ করিতেন। তাহাদের অধীনে কোন শ্রমিক নাই। তাহাদের পরিবারের সবাই দর্জির কাজ করেন। দরখাস্তকারী একজন প্রফেশনাল কাটার চুক্তির ভিত্তিতে ১-৫০ টাকা রেটে দরখাস্তকারী কর্তৃক শার্ট ও পাঞ্জাবী কাটাইয়া নিতেন। দরখাস্তকারীর কাজ খাতায় লেখা আছে এবং তিনি স্বাক্ষর করিয়া তাহার কাজের দাম বুঝিয়া নিতেন। যদি কোন বকেয়া থাকিত উহা পরবর্তী সময়ে সমন্বয় হইত। যেহেতু দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষগণের অধীনে কোন শ্রমিক নহেন। কাজেই, তিনি ঈদের বোনাস ও ক্ষতিপূরণ পাইতে হকদার নহেন। দরখাস্তকারী কর্তৃক কু-লোকের পরামর্শে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে বিধায় উহা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) দরখাস্তকারী ৩০,৭৫৮ টাকা প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

দরখাস্তকারী যে কার্টার মাষ্টার হিসাবে পিছ রেটে ১ ও ২ নম্বর প্রতিপক্ষগণের অধীনে কাজ করিত ইহা দরখাস্তকারী কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে দেয় স্বাক্ষ্য এবং দাখিলী খাতা প্রদর্শনী-৪ দ্বারা সমর্থিত। একই ভাবে ১ নম্বর প্রতিপক্ষ আব্দুল করিম এবং ২ নম্বর

প্রতিপক্ষ জয়নাল আবেদীন কর্তৃক যথাক্রমে ডি, ডব্লিউ-১ এবং ডি, ডব্লিউ-২ হিসাবে প্রদত্ত সাক্ষ্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী পিছ রেট হিসাবে তাহাদের কাপড় কাটিয়া দিতেন। দরখাস্তকারীর অভিযোগ মতে তিনি ২ টাকা রেটে ১৭-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে ২১-৮-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২১,০০০ হাজার পিছ মাল কাটিয়া ৪২,০০০ টাকার কাজ করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষগণের উক্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীর সহিত কাপড় কাটার রেট নির্ধারিত হয় ১·৫০ টাকা এবং তাহাদের নিকট হইতে তাহার পাওনা ২-৬-৯৪ ইং তারিখে প্রদর্শনী-ক (১), ক(২) এর বিপরীতে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাব রেজিস্টার প্রদর্শনী-ক(১) ও ক(২)তে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। যাহা ডি, ডব্লিউ-২ কর্তৃক সনাক্ত হইয়াছে এবং যৎ প্রসংগে দরখাস্তকারী কর্তৃক জেরার সাক্ষ্যে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তিনি ঐ স্বাক্ষর স্বেচ্ছায় করেন নাই। তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলেন যে, প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক জোর করিয়া তাহার স্বাক্ষর নেওয়া হয়। জোর করিয়া স্বাক্ষর নেওয়ার বিষয়ে থানায় কোন জি, ডি করেন নাই। আমি প্রদর্শনী-ক হইতে দেখিতে পাই যে, দরখাস্তকারীকে ১১-৭-৯০ ইং তারিখ হইতে সর্বশেষ ১০-৩-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে প্রতিপক্ষগণ হইতে গৃহীত কাপড়ের বিপরীতে বড়দের ও বাচ্চাদের বিভিন্ন সাইজের ও রকমের পাঞ্জাবী, শার্ট ও পায়জামা ইত্যাদি কাটিয়া দেন যাহা ডি, ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষ্য মতে গৃহীত হয়। দরখাস্তকারীর দাবী মোতাবেক তিনি ২১,০০০ হাজার পিছ কাপড় কাটিয়াছিলেন ইহা প্রদর্শনী-৪ হইতে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। কাজেই, তাহার এই দাবী অসমর্থিত। পক্ষান্তরে প্রদর্শনী-ক মতে দেখা যায় যে, তিনি ১৫,৭৫১+৪,১৩৩=১৯,৮৭৪ পিছ কাপড় কাটিয়াছেন এমতাবস্থায়, পি, ডব্লিউ-১, ডি, ডব্লিউ-১ ডি, ডব্লিউ-২ এর স্বাক্ষ্য ও প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-ক বিবেচনায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক সর্বমোট ১৯,৮৭৪ পিছ কাপড় কাটা হয় এবং প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য কাটার মাষ্টার যেমন—আফজাল হোসেন ও সিরাজকে ১-৭-৯৩ ও ৮-৭-৯৩ ইং তারিখে বিভিন্ন সাইজের জামা কাপড় কাটার দর দেওয়া হয় ১·২৫ টাকা এবং অপর কাটার মাষ্টার সিরাজুল ইসলামকে ৮-৭-৯৩ ইং তারিখ হইতে ১০-২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের ও ধরনের কাপড় কাটার দর সর্বনিম্ন ২·৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮ টাকা হিসাবে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক পরিশোধ করা হইয়াছে। একই ভাবে অপর কাটার মাষ্টার তোফাজ্জল মাষ্টারকেও ২-৯-৯৩ ইং তারিখ হইতে ৭-১০-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ও সাইজের কাপড় কাটার দর সর্বনিম্ন ২·৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ টাকা হারে পরিশোধ করা হইয়াছে। অপরদিকে দরখাস্তকারী মকবুল মাষ্টারের হিসাব সংক্রান্তে কাপড় কাটার কোন দর উল্লেখ করা হয় নাই। হিসাব রেজিস্টার, প্রদর্শনী-ক মতে অন্যান্য কাটার মাষ্টারের কাপড় কাটার দর উল্লেখ করা হইলেও দরখাস্তকারীর হিসাবে দর উল্লেখ না করায় সাধারণভাবে ইহাই ধারণা করা যায় যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক পিছ রেটের যে দর দাবী করা হইয়াছে তাহা সঠিক ও যুক্তিসংগত। এমতাবস্থায়, প্রাপ্ত কাগজাদি ও স্বাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী পিছ রেট ২ টাকা হিসাবে ১৯,৮৭৪ পিছের জন্য সর্বমোট ৩৯,৭৪৮ টাকা প্রতিপক্ষগণ হইতে প্রাপ্ত হইবে। স্বীকৃতমতে তিনি উক্ত টাকা হইতে ১৭,২৪২ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ তিনি প্রতিপক্ষগণ হইতে বাকী ২২,৫০৬ টাকা পাইতে হকদার হইবেন। যেহেতু তিনি প্রতিপক্ষগণের অধীনে পিছ রেটে কাজ করিতেন এবং তাহার সাক্ষ্য মতে ১৭-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে ২১-৮-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত কাজের জন্য প্রতিপক্ষগণের নিকট হাজিরা বহিতে কোন সই স্বাক্ষর দেন নাই। কাজেই, তিনি ঈদের বোনাস ও ক্ষতিপূরণ বাবদ তাহার দাবী গ্রহণযোগ্য নহে বিধায় তাহার দাবী মোতাবেক কোন অর্থ পাইতে হকদার নহেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, যুক্তিতর্ক শ্রবণকালে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল হক কর্তৃক প্রদর্শনী-কতে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-ক(১) ও ক(২) প্রসংগে এই মর্মে তাহার বক্তব্য পেশ করা হয় যে, দরখাস্তকারী একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা প্রদর্শনী-৪ এর লেখা হইতেই প্রকাশ পাইবে। ইহা ব্যতিরেকে দরখাস্তকারী কর্তৃক তাহার পাওনা পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রতিপক্ষগণের কথা মত রেজিস্ট্রারে তিনি যে ১১-৮-৯৪ ইং তারিখ দস্তখত দেন তাহা আদালত সম্মুখে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত করা হয় নাই। কাজেই, প্রদর্শনী-ক একটি ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রার এবং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিবার জন্য বক্তব্য রাখা হয়।

অপর পক্ষে প্রতিপক্ষগণের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আব্দুস সাত্তার জমাদ্দার কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, দরখাস্তকারীর নিজ খাতা, প্রদর্শনী-৪ মোতাবেক তিনি ১০-৩-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত কাপড় কাটেন যাহা প্রদর্শনী-কতে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং প্রদর্শনী-ক ও ক(১) মোতাবেক তিনি ২০-৫-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত কাপড় কাটেন। কাজেই, ২১-৮-৯৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারী কর্তৃক রেজিস্ট্রারে স্বাক্ষর দেওয়ার বক্তব্যটি স্বাক্ষ্য সমর্থিত নহে। আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য ও প্রাপ্ত স্বাক্ষ্যাদি বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রদর্শনী-ক কোন ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রার নহে। তবে ইহাতে দরখাস্তকারীর হিসাব সমাপনিতে দরখাস্তকারীর যে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে ইহা দরখাস্তকারী অল্প শিক্ষিত এবং পাওনা টাকার প্রত্যাশায় সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে। কাজেই, প্রতিপক্ষগণের যে হিসাবে প্রদর্শনী-ক(১) ও ক(২) এর বিপরীতে দেখানো হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি পাওয়া যাইতেছে না। কারণ উহা কি ১.৫০ টাকা রেটে না ২ টাকা রেটে করা হইয়াছে তাহা আদালত সম্মুখে পরিস্কার নহে যদিও দরখাস্তকারী কর্তৃক কাপড় কাটার সংখ্যা স্পষ্টভাবে উহাতে উল্লেখিত হইয়াছে। কাজেই, সর্বদিক বিবেচনায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে ২২,৫০৬ টাকা (বাইশ হাজার পাঁচশত ছয় টাকা) পাইতে হকদার রহিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মামলা দোতরফা শুনানীতে আংশিক মঞ্জুর হইল। দরখাস্তকারীর পাওনা ২২,৫০৬ (বাইশ হাজার পাঁচশত ছয় টাকা) টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা গেল। অন্যথায় তিনি আইনানুগ পন্থায় উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২৬/৯৫

কামরুজ্জামান তালুকদার, কার্ড নং ৮০৬,
পিতা মৃত আবদুল আজিজ তালুকদার,
১৮৪, শান্তিবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সুপ্রিম এ্যাপারেলস লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
সুপ্রিম এ্যাপারেলস লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ২৭-৪-৯৭।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ৯-৪-৯৭ ইং তারিখ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দাখিল করেন এবং উহা ২৭-৪-৯৭ ধার্য তারিখে পেশ করার জন্য ধার্য হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২৫/৯৫

বেবী, কার্ড নং ২০৯,
পিতা নূরুল ইসলাম,
স্থায়ী ঠিকানা ১৬৬/১২, নতুন পাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা-ব্যবস্থাপক,
কে, কে, কে গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
কে, কে, কে গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ২৭-৪-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় গত পর পর ২ তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২১৯/৯৫

রিতা, কার্ড নং ৩৬,
পিতা ইসমাইল উদ্দিন,
ঠিকানা প্রযত্নে মোঃ আলী মেম্বার,
ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
বাসা ১৬/১, রামপুরা, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু),
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঃ ৫৯১/সি, খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—১২১৯।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঃ ৫৯১/সি, খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ২২-৪-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ রিতা অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ পূর্বে পর পর ৬ তারিখ অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহার আইনজীবী সময় নিয়াছেন এবং গত ১৬-৩-৯৭ ও ৩১-৩-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২১/৯৫

রিতা, কার্ড নং ৩৬,
পিতা ইসমাইল উদ্দিন,
ঠিকানা প্রযত্নে মোঃ আলী মেম্বার,
ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
বাসা ১৬/১, রামপুরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু),
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঃ ৫৯১/সি খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঃ ৫৯১/সি খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ২২-৪-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ রিতা অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ পূর্বে পর পর ৬ তারিখ অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহার আইনজীবী সময় নিয়াছেন এবং গত ১৬-৩-৯৭ ও ৩১-৩-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করা হইল।

এই আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৮১/১৯৯৫

মোঃ সেলিম সিকদার,
২০২/এ, লাল মোহন স্ট্রীট,
দক্ষিণ মৌশন্ডী, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা,
পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনাল),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা,
পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজাল (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব এম, এ, হামিদ (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ : ৬-৪-৯৭ ইং।

রায়

প্রথম পক্ষ মোঃ সেলিম সিকদার কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত টারমিনেশন আদেশ বাতিল করতঃ পূর্ব বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ২৯-৬-৮০ ইং তারিখ হইতে কন্ডাক্টর হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২,৯০৫ টাকা। তিনি ১৯৮৬ সন হইতে বি,আর,টি,সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত জড়িত থাকেন এবং ৯-৫-৮৭ ইং তারিখ তিনি উক্ত সংস্থার শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৬-৮-৮৭ ইং তারিখ হইতে তাহার উক্ত ইউনিয়নটি সিবিএ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি সিবিএ-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও সমস্যা নিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা ও উহা সমাধানের দাবী করিলে কর্তৃপক্ষ তাহাতে নাখোশ হন। ১৭-১১-৮৮ ইং তারিখের নির্বাচনে তিনি হারিয়া যান। ইহার ফলে তাহাকে একটি মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ৪-৬-৮৯ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। তিনি উক্ত টারমিনেশনের বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে অভিযোগ ৬৯/৮৯ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিলে তাহাকে ১৭-১-৯০ ইং তারিখে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। অতঃপর ২০-৬-৯১ ইং তারিখে পুনরায় অপর এক মিথ্যা অভিযোগে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ফলতঃ উহার বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় শ্রম

আদালতে অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর ১০৬/৯১ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমাতে প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নির্দেশ হয়। তিনি ১৯-৬-৯২ ইং তারিখে বি,আর,টি,সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিঃ নং ৮৫৩ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ৩০-৭-৯২ ইং তারিখে তাহার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ১০ দফা দাবীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বি, আর, টি, সি-এর বিভিন্ন সম্পদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি ৪-১-৯৩ ইং তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন এবং উহা ১৬টি জাতীয় দৈনিকে উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মজুরী ও বোনাসের দাবীতে এক ভুখা মিছিলসহ লাগাতার আন্দোলন চলিতে থাকে। ইহার ফলে ২৭-৬-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করিয়া ডিটেনশনে দেওয়া হয়। অতঃপর ১০-৯-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১১-৯-৯৩ ইং তারিখে কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে একটি চার্জশীট ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ২৬-৯-৯৩ ইং তারিখে চার্জশীটের জবাব দাখিল করেন। ৭-১০-৯৩ ইং তারিখ তদন্তের জন্য দিন ধার্য হয়। ইহার পূর্ব দিন বিকালে তদন্তের নোটিশ তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তদন্ত মুলতবীসহ নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিলে তাহাকে ১৯-১০-৯৩ ইং তারিখে গ্রেফতার করিয়া ডিটেনশন দেওয়া হয়। রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় ৪-১২-৯৩ ইং তারিখ তিনি দিনাজপুর কারাগার হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষ ৩০-১২-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে পুনরায় তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তে প্রথম পক্ষের দোষ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও ৬-১-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং উক্ত বরখাস্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তিনি শ্রম আদালতে অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর ১৩/৯৪ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ২৫-৭-৯৫ ইং তারিখের প্রদত্ত রায় মোতাবেক তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ তাহার স্বপদে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি রায় মোতাবেক ১-৮-৯৫ ইং তারিখে যোগদান পত্র দাখিল করেন। ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরিত ৯-৮-৯৫ ইং তারিখের পত্র দ্বারা (যাহা প্রথম পক্ষকে ১২-৮-৯৫ ইং তারিখে বিকাল ৩-৩০ মিনিট দেওয়া হয়) তাহার যোগদান পত্র গ্রহণ করা হয়। এক হস্তে যোগদান পত্র গ্রহণের আদেশ দিয়া এবং প্রকৃত পক্ষে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া এবং রায় মোতাবেক বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করিয়াই একই কর্তার স্বাক্ষরে পর দিন ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা তাহাকে টারমিনেশন আদেশ দেওয়া হয়। ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা স্তব্ধ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নগত কারণে তাহাকে সুস্পষ্টভাবে চাকুরী হইতে ভিকটিমাইজেশন করেন। তিনি উক্ত বেআইনী টারমিনেশনের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষগণের নিকট ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক উক্ত অভিযোগ পূরণ করা হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে বার বার বরখাস্ত এবং টারমিনেশন আদেশ দেওয়ার একমাত্র কারণ তাহার ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা এবং কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের বেআইনী কাজ প্রতিবাদ করার দরুন তিনি তাহাদের

চক্ষুশূলে পরিণত হওয়া। তাহাকে ট্রেড ইউনিয়নগত তৎপরতার কারণে টারমিনেশনের আদেশবলে ডিকটিমাইজেশন করা হইয়াছে। কাজেই, টারমিনেশন আদেশটি সম্পূর্ণ বেআইনী বিধায় তিনি অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর পক্ষে মীর মনসুর আলী, লেবার অফিসার, বিআরটিসি ঢাকা কর্তৃক লিখিত জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকৃতিক্রমে জবাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং ইহা তামাদি আইনে ও কারনভাবে বারিত।

দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড পরিচ্ছন্ন নহে। তাহার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শোকজ ও সর্তক পত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাহাকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করিয়া আইন মাফিক চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উহার বিরুদ্ধে তৎকর্তৃক অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হইলে পদ্ধতিগত দোষ-ত্রুটি থাকায় তাহাকে আদালত কর্তৃক পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সংস্থার আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করিয়া এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সংবাদ পরিবেশন করেন যাহা সংস্থার চাকুরীর নীতি বিরুদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাহাকে সরকার কর্তৃক ডিটেনশন দেওয়া হয় যাহাতে দ্বিতীয় পক্ষের কোন হাত ছিল না এবং দ্বিতীয় পক্ষ ডিটেনশন দেওয়ার কর্তৃপক্ষও নহে। তিনি বাস কন্ডাক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত বাসগুলি বর্তমানে লীজের মাধ্যমে চলিতেছে। তাই কন্ডাক্টর এর আর প্রয়োজন নাই বিধায় প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে সরল টারমিনেট করা হইয়াছে। টারমিনেশনকালে তাহার কোন ট্রেড ইউনিয়নগত কার্যকলাপ ছিল না এবং ট্রেড ইউনিয়নগত কারণে তাহাকে টারমিনেট করা হয় নাই। এমতাবস্থায় মোকদ্দমাটি খরচসহ সরাসরি খারিজ করার প্রার্থনা করা হয়।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) ইহা তামাদি আইনে ও কারনভাবে মোকদ্দমাটি অচল কি না?

(৩) প্রথম পক্ষের টারমিনেশন আদেশটি টারমিনেশন সিমপ্লিসিটার কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ কোন প্রতীকার পাইতে হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে বাস কন্ডাক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। প্রদর্শনী-১ তাহার নিয়োগ পত্র। তিনি যে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন এই সম্পর্কে কোন বিবাদ নাই। তিনি তাহার আরজিতে তাহার মাসিক মজুরী ২৯০৫ টাকা দাবী করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাবে উক্ত মাসিক মজুরী ২৯০৫ টাকা নহে মর্মে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হইলেও ইহার বিপরীতে তৎকর্তৃক উল্লেখ করা হয় নাই যে তাহার মজুরী কত ছিল। মজুরী বিষয়টি যেহেতু রেকর্ড পত্রের বিষয় কাজেই, আমি এই সম্পর্কে অত্র মোকদ্দমাতে কোন মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ করা হইতে বিরত রহিলাম। প্রথম পক্ষের চাকুরীর টারমিনেশনকে কেন্দ্র করিয়া এই মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ

দেখা দিয়াছে। উক্ত বিরোধের সারমর্ম হইতেছে যে, তাহাকে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের দরুন চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হইয়াছে না তাহার উক্ত টারমিনেশন আদেশটি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক টারমিনেশন সিমপ্লিসিটার হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তৎকর্তৃক দাখিলী কাগজ পত্র যথা ২৯-৬-৮৩ তারিখের নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১, দাবীনামা প্রদর্শনী-২ সিরিজ, অভিযোগ মামলা নম্বর ১০৬/৯১ এর নালিশা দরখাস্ত, প্রদর্শনী-৩ সিরিজ এবং উহার রায়, প্রদর্শনী-৪, ইউনিয়নের নির্বাচিত কমিটির তালিকা, প্রদর্শনী-৫, ১৩ দফা দাবীনামার সিদ্ধান্ত, প্রদর্শনী-৬ সিরিজ, সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত, প্রদর্শনী-৭, প্রথম পক্ষের ডিটেনশন আদেশ, প্রদর্শনী-৮, প্রথম পক্ষের দায়েরকৃত অভিযোগ মামলা নম্বর ১৩/৯৪ নালিশা দরখাস্তের ফটোকপি, প্রদর্শনী-৯, উহার রায়, প্রদর্শনী-১০, ১-৮-৯৫ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃকি দাখিলী ও গৃহীত যোগদান পত্র, প্রদর্শনী-১১ এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ৯-৮-৯৫ ইং তারিখের পত্র মূলে গ্রহণ সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী ১২, ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখের ২১০০ (প্রঃ) নম্বর স্মারকমূলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে চাকুরীর অবসান বা টারমিনেশন সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-১৩, ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-১৪, এবং পোস্টাল রশিদ প্রদর্শনী-১৫ সিরিজ এবং প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, প্রদর্শনী-১৬ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার ম্যানেজার প্রশাসন, মোঃ ইউনুস মিয়া কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিজের মাধ্যমে বাস চালানো সংক্রান্ত প্রসপেকটাস, প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে বিআরটিসি'র ডি, ডব্লিউ-২কে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরার প্রেক্ষাপটে ও প্রথম পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিআরটিসি এর ২৩-১২-৯৬ ইং তারিখের ২৮৭৬/১(১০) নম্বর স্মারকের ফটোকপি, প্রদর্শনী-অ হিসাবে জুডিশিয়াল নোটিশ গ্রহণ করা হয়।

উপরে বর্ণিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ্য যে, স্বীকৃত মতে প্রদর্শনী-১৩ মূলে প্রথম পক্ষকে ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখে তাহার চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হয়। উক্ত টারমিনেশন সংক্রান্ত আদেশের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"

বিষয় : চাকুরীর অবসান ঘটানো (টারমিনেশন)।

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারাবলে আগামী ১৪-৮-৯৫ তারিখ হইতে আপনার চাকুরীর অবসান ঘটানো হইল।

আপনাকে নোটিশে পরিবর্তে ১২০ দিনের মজুরী এবং উক্ত আইনে বর্ণিত হারে প্রাপ্য পাওনা প্রদান করা হইবে।

আপনার নিকট কর্পোরেশনের কোন সম্পত্তি যথা নগদ অর্থ, টিকেট, পরিচয় পত্র, ব্যক্তিগত সরঞ্জাম, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি থাকিলে উহা অবিলম্বে কর্মস্থলের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখায়

জমা দিয়া ক্লিয়ারেন্স পত্র গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইল। কর্পোরেশনের নিকট আপনার পাওনা (যদি থাকে) অফিস চলাকালীন সংশ্লিষ্ট ইউনিট হইতে যে কোন নীতি গ্রহণ করিতে পারেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

জেনারেল ম্যানেজার
(প্রশাসন ও পার্সোনেল)

আলোচ্য পরিস্থিতিতে প্রথম পক্ষকে ট্রেড ইউনিয়নজনিত কার্যকলাপের দরুন তাহাকে ক্ষতি করার মানসে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হইয়াছে না ইহা সাধারণ টারমিনেশন নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি ও আরজির ৪ নং প্যারায় বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৮৫৩) এর ১৯-৬-৯২ তারিখে দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রদর্শনী-৫ হইতেছে উক্ত নির্বাচিত কমিটির তালিকা যাহা বিআরটিসি এর চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী-৫ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মোঃ সেলিম শিকদার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিঃ নং ৮৫৩ এর কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-৬ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, তিনি ৩০-৭-৯২ ইং তারিখে উপরে বর্ণিত ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে ৪-১-৯৩ ইং তারিখেও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিআরটিসি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি হিসাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় যে অভিযোগ মামলা নং ১৩/৯৪ এর অত্র আদালত কর্তৃক রায়, প্রদর্শনী-১০ এর নিম্নরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বি,আর,টি,সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকলাপের কারণে প্রথম হইতেই দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের চেষ্টা করিতেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেও দুইবার বরখাস্ত করিয়াছেন এবং বর্তমান বরখাস্ত আদেশটিও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই উক্ত বেআইনী বরখাস্ত আদেশ টিকিতে পারে না।"

অপরদিকে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ডি, ডব্লিউ-১ বিআরটিসি'র একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে ইহা জ্ঞাত ছিলেন না যে, ১৯-৬-৯২ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ছিল কি না বা তিনি কর্মচারীদের পক্ষে ১৩ দফা দাবী-নামা দিয়াছিলেন কি না বা প্রেস কনফারেন্স করিয়াছিলেন কি না বা পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিয়াছিল কি না যাহা সাধারণভাবে তাহার জ্ঞাত থাকার কথা। ইহা ব্যতিরেকে ডি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য মতে বি, আর, টি,সিতে বর্তমানে ৪০০ কর্মচারী কর্মরত রহিয়াছে এবং গত মাসেও টারমিনেটেড কন্ডাক্টরদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইয়াছে যাহা প্রদর্শনী-অ দ্বারা সমর্থিত। কাজেই, প্রদর্শনী-ক মতে বিআরটিসি'র বাসসমূহ লীজে পরিচালনার কারণে প্রথম

পক্ষের টারমিনেশন জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল মর্মে যে বক্তব্য দ্বিতীয় পক্ষের জবাবে বা যুক্তি-তর্ককালে পেশ করা হইয়াছে ইহা আলোচ্য পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষের টারমিনেশনের সময় অর্থাৎ ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখে সিবিএ-র কোন কর্মকর্তা ছিলেন না বিধায় তাহার টারমিনেশনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিবে না মর্মে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইন-জীবী জনাব মোঃ খলিলুর রহমান কর্তৃক যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়াছে উহার সহিত আমরা একমত পোষণ করিতে অপারগ। কারণ আলোচ্য পরিস্থিতিতে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ বিআরটিসি'র একজন স্থায়ী শ্রমিক। উল্লেখ্য যে, অত্র আদালতের অভিযোগ মোকদ্দমা নং ১৩/৯৪ এর রায় মোতাবেক ৯-৮-৯৫ ইং তারিখে তাহার যোগাদান পত্র গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় পক্ষের একজন স্থায়ী শ্রমিক থাকার ও ট্রেড ইউনিয়নজনিত কার্যকলাপের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বিধায় চাকুরীতে পুনর্বহাল প্রাপ্ত হন। কাজেই, তিনি বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও একজন স্বক্রিয় সদস্য ছিলেন বিধায় ট্রেড ইউনিয়নজনিত কারণে তাহাকে ক্ষতি করার মানসেই তাহার যোগদান পত্র গ্রহণের মাত্র ৪ দিন পরে তর্কিত টারমিনেশন আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার শর্ত মোতাবেক কোন টারমিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ মামলা চলে না ঠিকই তবে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নজনিত কার্যকলাপের কারণে টারমিনেট করা হয় সেক্ষেত্রে মোকদ্দমা চলিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষকে তাহার ট্রেড ইউনিয়নজনিত কারণে টারমিনেট করার কারণে তৎকর্তৃক এই অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে এবং তিনি ইহা সাক্ষ্যাদি মতে প্রমাণ করিতেও সমর্থ হইয়াছেন যে তাহাকে ট্রেড ইউনিয়নজনিত কার্যকলাপের দরুন টারমিনেট করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক দাখিলী ১৯৮৭ সনের রিট পিটিশন নম্বর ৫০০, ১৯৮৯ সনের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ২২৪, রিট পিটিশন নম্বর ৩০ ও ৩১/ ১৯৮৫ মোকদ্দমাতে প্রদত্ত রায়সমূহ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যবহার করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক দাখিলী ১৩ ডি, এল, আর (এসসি) ১৯৬১ বা ৪৬ ডিএলআর এর ৩৯৫ পৃষ্ঠাতে সংকলিত সোনালী ব্যাংক বনাম জাহাঙ্গীর কবির মোল্লা নামীয় মোকদ্দমা বা সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ২৬/৯২ মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক যে রায় প্রদান করা হইয়াছে ঐ সকল মোকদ্দমার ঘটনা আর আলোচ্য মোকদ্দমার ঘটনা এক নহে বিধায় আমরা আলোচ্য মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নজির হিসাবে গ্রহণ করিতে অক্ষম।

প্রসংগত আরও উল্লেখ্য যে যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মোঃ খলিলুর রহমান কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, বিআরটিসি একটি বিধি-বদ্ধ সংস্থা বিধায় ১৯৬১ সনের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর অর্ডিন্যান্স (১৯৬১ সনের ৭ নম্বর অধ্যাদেশের) ৩(২) ধারার বিধান মতে ইহাকে পক্ষ না করিয়া চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, পরিবহন ভবন, নামে প্রথম পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমা দায়ের করার মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে অরক্ষণীয়।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ হক কর্তৃক তাহার এই বক্তব্যের বিপক্ষে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(৮) ধারার বিধানাবলীর উপরভিত্তিতে এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার নিয়োগকারী ও মালিকানা

কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা ও মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনেল) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, পরিবহন ভবনকে পক্ষভুক্ত করিয়া অত্র মোকদ্দমা করার আইনের চাহিদা পূরণ হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও তাহাদের উদ্ধৃতি আইনসমূহ পর্যালোচনাক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে যেহেতু মোকদ্দমাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক আনয়ন করা হইয়াছে এবং যেহেতু বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার প্রতিনিধিত্বে চেয়ারম্যান পক্ষ আছেন সেহেতু মোকদ্দমার কোন পক্ষ দোষ নাই। উপরন্তু মোকদ্দমাটি যে পক্ষ দোষে দুষ্ট এইরূপ কোন বক্তব্যও দ্বিতীয় পক্ষের লিখিত জবাবে উল্লেখিত নাই। কাজেই, দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর সহিত মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে দুষ্ট মর্মে আমরা ঐকমত পোষণ করিতে অক্ষম।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে ১৩-৮-৯৫ ইং তারিখে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র ২য় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার টারমিনেশনের কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বিধায় মোকদ্দমাটি চলিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা প্রতীয়মান হইতেছে না।

পরিশেষে আইনগত ও ঘটনাগত দিক বিশ্লেষণক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে প্রথম পক্ষের টারমিনেশন আদেশটি টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর নহে। ট্রেড ইউনিয়নজনিত কারণে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিপ্রায়ে করা হইয়াছিল বিধায় উহা অচল এবং প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরীতে বকেয়া মজুরীসহ পুনর্বহালযোগ্য।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে তাহার প্রাপ্য বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ পূর্ব পদে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৯১/৯৫

হাওলাদার জালাল উদ্দিন,
সাং ৩২/১৯, পল্লবী,
মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা,
পরিবহন ভবন, ২১ নং, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনাল),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা,
পরিবহন ভবন, ২১ নং, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৫, তারিখঃ ২৬-৪-৯৭ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এম, এ হামিদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ পূর্বে পর পর ২ তারিখ অনুপস্থিত থাকেন এবং গত ৮-৪-৯৭ ইং তারিখ সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় এবং মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না তন্মর্মে উহার কারণ দর্শাইবার জন্য অদ্য দিন ধার্য হয়। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৩২/৯৫

কামরুজ্জামান তালুকদার,
কার্ড নং ৮০৬,
পিতা মৃত আবদুল আজীত তালুকদার,
১৮৪, শান্তিবাগ, ঢাকা, থানা মতিঝিল—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আবদুল মালেক,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সুপ্রীম এ্যাপারেলস লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা—১২১৭,
থানা মতিঝিল।

(২) মোঃ ফারুক,
জেনারেল ম্যানেজার,
সুপ্রীম এ্যাপারেলস লিঃ,
৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭,
থানা মতিঝিল—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখঃ ২৬-৪-৯৭ ইং।

বাদী ও আসামীগণ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ৯-৪-৯৭ ইং তারিখ বাদী মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করেন এবং অদ্য আদেশের জন্য ধার্য আছে। এমতাবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে অনুপস্থিত আসামী (১) আবদুল মালেক, (২) মোঃ ফারুককে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অদ্য মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। গ্রেফতারী পরোয়ানা রি-কল করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২০২/৯৫

বেবী, কার্ড নং ২০৯,
পিতা নূরুল ইসলাম,
স্থায়ী ঠিকানা ১৬৬/১১ নতুনপাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) মহাব্যবস্থাপক,
কে, কে, কে গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
কে, কে, কে গার্মেন্টস লিঃ,
৬৮৬, উত্তর শাহজাহানপুর,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি-

আদেশ নং ১৯, তারিখ ৩০-৪-৯৭ ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ১০-৩-৯৭, ১৩-৪-৯৭ ও ২৭-৪-৯৭ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৯১/৯৬

ডালিয়া, প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) দি ইয়লক গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৬৪/এ, পুরানা পল্টন লাইন,
কাকরাইল, থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
দি ইয়লক, গার্মেন্টস লিঃ,
৬৪/এ, পুরানা পল্টন লেন,
কাকরাইল, থানা মতিঝিল,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ৩০-৪-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। গত ২ তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাহার অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য হয় কিনা কোন কারণ না দর্শানোতে ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী কেস নং ৫/৯৬

রাশিদা, কার্ড নং ৫৪০,
প্রযত্নে রুবেল হোসেন,
১৬বি, বড় মগবাজার,
মধুবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মিঃ গোলাম জাকারিয়া,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ওয়েসিস (প্রাঃ) লিঃ,
ফেক্টঃ এবং অফিস ১০০২/বি,.
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা-১২১৭, থানা সবুজবাগ—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ২৯-৪-৯৭।

মামলাটি বাদী পক্ষের সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। আসামী উপস্থিত। বাদীর আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন।শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। গত পর পর ২ তারিখ বাদী অনুপস্থিত থাকায় তাহার আইনজীবী সময় নিয়াছেন। কাজেই, সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী গোলাম জাকারিয়াকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬/৯৬

মোঃ কদ্দুস, কার্ড নং ৩৮৭,
প্রযত্নে রুবেল হোসেন,
১৬/বি, বড় বগবাজার,
মধুবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

মিঃ গোলাম জাকারিয়া,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ওয়েসিস (প্রাঃ) লিঃ,
ফ্যাক্টঃ ও অফিস ১০০২/বি,
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৭—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং, ১৪, তারিখ ২৯-৪-৯৭।

মামলাটি বাদী পক্ষের সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। আসামী উপস্থিত। বাদীর আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। গত পর পর ২ তারিখ বাদী অনুপস্থিত থাকায় তাহার আইনজীবী সময় নিয়াছেন। কাজেই, সময়ের প্রর্থনা অগ্রাহ্য হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী গোলাম জাকারিয়াকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং নং ১০/৯৬

কুতুবুদ্দিন আহাম্মেদ,
পিতা মৃত সমিরউদ্দিন আহম্মেদ,
২৩, শেখ সাহেব বাজার রোড,
আজিমপুর, ঢাকা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

(১) এম, এ, ইউসুফ খান,
প্রেসিডেন্ট এন্ড ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ,

(২) মিঃ হামিদুল হক,
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (প্রশাসন),
ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ,
হেড অফিস,
ফেডারেশন ভবন,
৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—**প্রতিপক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ৮-৪-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। উভয় পক্ষকে রক্ষণীয়তার বিষয়ে শুনিলাম এবং কাগজাদি পর্যালোচনা করা হইল। দরখাস্তকারী কুতুব উদ্দিন আহাম্মদ কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক গ্রাচুইটি, অভোগ্য ছুটিসহ অবসর গ্রহণ প্রস্তুতি ছুটি, বোনাস ও ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট টাকা ৫,২৪,৫৫৬·২৫ টাকা এর দাবীতে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। স্বীকৃত মতে তিনি গ্রেড-২(বি) অফিসার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে গ্রেড-১ অফিসার হিসাবে পদোন্নীত হন। শুনানীকালে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধিমালা ও Power of Attorney পর্যালোচনা করা হয়। দরখাস্তকারী দাখিলকৃত Power of Attorney মূলে ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্হাপনা কর্মে ব্যাংকিং কার্যাদি ব্যতিরেকে ও ব্যাংকের জমিজমা বিল্ডিং ইত্যাদি Mortgage দেওয়া বা লীজ দেওয়া বা বিক্রয় করা বা ব্যাংকের পক্ষে জমি ক্রয় করা, লীজ নেওয়া বা মামলা মোকদ্দমা করা বা আপোষ মীমাংসা করা বা উকিল নিযুক্ত করা বা আপীল করা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যাদি করিতেন বিধায় তিনি জনৈক ব্যবস্হাপক পর্যায়ের ব্যক্তি। কাজেই, ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১(৬) ধারাতে বর্ণিত বিধানের আলোকে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য নহে বিধায় তাহার দাবী সংক্রান্ত অত্র মোকদ্দমাটি উপযুক্ত আদালত ব্যতিরেকে অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় অত্র আদালতে রক্ষণীয় নহে মর্মে খারিজ করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৩৬/৯৬

মোঃ আসাদুজ্জামান,
গ্রাম ধর্মগঞ্জ, পোঃ এনায়েতপুর,
জিলা নারায়ণগঞ্জ—বাদী।

বনাম

সৈয়দ মেহেদী হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
হোসেন জুট মিলস লিমিটেড,
২৬৩, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১৬-৪-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। গত ১৩-৪-৯৭ ইং তারিখ মামলাটি আপোষ হওয়ায় বাদী প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী সৈয়দ মেহেদী হোসেনকে ফৌজদারী কার্য-বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ১৫/৯৬

কুতুব উদ্দিন আহাম্মদ,
পিতা মৃত সমির উদ্দিন আহাম্মদ,
২৩ নং, শেখ সাহেব বাজার রোড,
আজিমপুর, থানা লালবাগ,
ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) জনাব এম, এ, ইউসুফ খান,
প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

(২) জনাব হামিদুল হক,
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ,
ফেডারেশন ভবন, ৬০ নং মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ৮-৪-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামীগণের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। উভয় পক্ষকে শুনিলাম এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের Power of Attorney এবং চাকুরী বিধিমালা দেখিলাম। বাদী কুতুব উদ্দিন আহাম্মদ, উক্ত ব্যাংকের একজন Power of Attorney ব্যবস্থাপক পর্যায়ের ব্যক্তি। কাজেই, ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১(৬) ধারায় ব্যক্ত বিধানের আলোকে উক্ত আইন বাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে বিধায় তিনি আসামীগণের বিরুদ্ধে ২০ ধারায় কোন দন্ডাদেশ পাইতে হকদার নহেন। অনুরূপভাবে অত্র আদালত ও বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আসামীগণের উপর কোন দন্ডাদেশ প্রদান করিতে আইনতঃ অপারগ। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—আসামী নং (১) এম, এ, ইউসুফ খান ও (২) হামিদুল হকের বিরুদ্ধে আনীত অত্র ফৌজদারী মোকদ্দমা ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং তাহাদিগকে মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে তাহাদের স্ব-স্ব জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত হইবে।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২০/৯৭

সাহিদা বেগম, স্বামী
শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী,
এ/৭/আই, শান্তিনগর,
ঢাকা-১২১৭—দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব এম, এ, মাসুদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
এক্সেলসিয়র গার্মেন্টস লিঃ,
৬৪/এ, পুরানা পল্টন লেন,
থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ৯-৪-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। গত ৩১-৩-৯৭ ইং তারিখে বাদী কর্তৃক দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইলে যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামী এম, এ, মাসুদকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার ক্ষমতায় অত্র মোকদ্দমা দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে জামিনদারকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ৪০/৯৬

মোঃ মাঈনুল ইসলাম, পিতা হাজী আহম্মদ হোসেন,
গ্রাম কালিন্দী মধ্যবাড়ী, পোঃ ব্রাহ্মণকীর্তা,
থানা কেরানীগঞ্জ, জেলা ঢাকা।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ইউনিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯, আলী নকী লেন, থানা কোতওয়ালী,
ঢাকা-১১০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইউনিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ,
৯, আলী নকী লেন,
থানা কোতওয়ালী, ঢাকা-১১০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ৩০-৪-৯৬।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী মামলাটি খারিজ করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম ও সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত, কাগজাদিসহ দেখিলাম। একই বিষয় নিয়া প্রথম পক্ষ মোঃ মাইনুল ইসলাম কর্তৃক অত্র আদালতে অভিযোগ কেস নং ৮/৯৭ দায়ের করা হইয়াছে। কাজেই, তৎকর্তৃক এই মামলাটি পরিচালনা করার কোন আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অপরদিকে মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় নহে মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন করতঃ উহা খারিজের আবেদন করা হইয়াছে। যেহেতু একই বিষয় ও একই প্রকার প্রতিকার চাহিয়া প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র আদালতে অভিযোগ মামলা নং ৮/৯৭ দায়ের করা হইয়াছে। কাজেই, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত প্রথম পক্ষের অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয়তার অভাবে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৬৮/৯৬

মোঃ কবির হোসেন,
অপারেটর,
হাউজ নং ৩২/ডি,
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা-১২১৭—বাদী/দরখাস্তকারী।

বনাম

ইঞ্জিঃ নাসিম উদ্দিন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
লরেন্স গার্মেন্টস লিঃ,
৩০, চামেলীবাগ,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭,
থানা মতিঝিল—বিবাদী/প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখ ১৫-৪-৯৭।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি দেখিলাম। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী মোঃ কবির হোসেন এর জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী- ১, ২ ও ৩ হিসাবে চিহ্নিত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। গ

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরীর পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত একটি মোকদ্দমা। প্রথম পক্ষের দরখাস্ত মোতাবেক তিনি ২-৬-৯৪ ইং তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে অপারেটর হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিল। তাহার শেষ বেতন ছিল ১,৫০০ টাকা। ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে তিনি ফ্যাক্টরীতে উপস্থিত হইতে না পারায় তাহাকে ফ্যাক্টরী হইতে চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ৪-৬-৯৬ ইং তারিখ হইতে ফ্যাক্টরী কার্য ত্যাগ করেন এবং ১২-৭-৯৬ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে মে '৯৬ মাসের মজুরী ১,৫০০ টাকা, ওভার টাইম নভেম্বর/৯৫ হইতে মে '৯৬ পর্যন্ত ৪,৯০০ টাকা এবং ২ (দুই) বৎসরের চাকুরীর বেনিফিট ৩,০০০ টাকা। একুনে ৯,৪০০ টাকা দাবী করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আবেদন করেন।

বিচার্য বিষয়

প্রথম পক্ষ তাহার দাবী মতে প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি যথারীতি সমন জারী সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হয়। অতঃপর প্রথম পক্ষ কর্তৃক পি. ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি

চিহ্নিত হইয়াছে। প্রদর্শনী-২ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার প্রাপ্য দাবী করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ঐ পত্রের কোন জবাব না দেওয়ায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষের দাবীর যথার্থতা রহিয়াছে এবং উহা প্রদর্শনী-১, ২ ও হাজিরা কার্ড, প্রদর্শনী-৩ দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার দাবী মোতাবেক প্রাপ্য পাইতে আইনতঃ হকদার রহিয়াছেন। কাজেই, এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা একতরফা শুনানীতে গৃহীত হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতন, ওভার টাইম ও চাকুরীর বেনিফিট একুনে ৯,৪০০ টাকা প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় তিনি আইনানুগ ভাবে উক্ত টাকা দ্বিতীয় পক্ষ হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।